অমৃতবাজার পত্রিকা

৩ ভাগ | ২৪ আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন ১২৭৭ সাল ৭ই জুলাই ১৮৭০ খৃঃ অব্দ | ২০ সংখ্যা

অমৃতবাজার পত্রিকা।

২৪আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

যশোহরে অত্যন্ত সিদ চুরি হইতেছে। কর্তৃপক্ষীয় গণের এবিষয়ে যথা বিধি তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য।

জাতীয় সভার উদ্যোগে কলিকাতায় সাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটা স্থান প্রস্তুত হইতেছে। ইহার নিমিত্ত কলিকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অনেকে উদ্যোগ দেখাইতেছেন। উদ্যোগীর মধ্যে ঠাকুর গোষ্ঠীরা সর্ব্বপ্রধান। রাজা কেমল কৃষ্ণ ইহার নিমিত্ত একহাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং রায় রাজেন্দ্র লাল মল্লিক নিজ ব্যয়ে একটী গৃহ নির্ম্মাণের ভার লইয়াছেন।

"গলিও,, নামক এক খানি ফরাসিস পত্রিকায় একটি অদ্ভূত ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। এক দিন রাস্তার উপর একটি মানুষ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে। পুলিশের লোকেরা তাহাকে এক জন ডাক্তারের নিকট লইয়া যায়। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রাত্রে মৃত দেহটি পুলিশের একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। উহার শরীর হইতে বস্ত্র সকল উন্মোচিত হইয়াছিল। প্রাতে পুলিশ রক্ষক মৃত ব্যক্তির গৃহে গিয়া দেখেন যে তাহার চিহ্ন মাত্রও সেখানে নাই। তাহার পরিচ্ছদ গুলি ও অন্তহিত হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তির নিকট এক খানি পত্র পাওয়া যায় ও তাহাতে তাহার বাড়ীর ঠিকানা লেখা থাকে! পুলিশ রক্ষক সেখানে গিয়া উপস্থিত ও দেখেন যে সেই ব্যক্তি "গলিও,, পত্রিকার আফিসে কর্ম্ম করিতেছে। তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া এই রহস্য ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসু হন। সে বলিল যে প্রাতে উঠিয়া দেখে যে, সে পুলিশ ঘরে শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার বস্ত্র পরিধান করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছে। তাহার এক রূপ পীড়া আছে তাহাতে সে ছয় সাত ঘণ্টা পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় থাকে। বোধ হয় গত রাত্রে তাহার সেই পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল,, আর ঘণ্টা কতক অজ্ঞানাবস্থায় থাকিলে এব্যক্তিকে জীবিতাবস্থায় গোর দেওয়া হইত।

ডেলি নিউস একটী ভয়ানক হুজুক তুলিয়াছেন। তিনি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছেন যে ইনকম ট্যাকসের নিষ্পীড়ন নিবন্ধন মুঙ্গেরের নিকট রাজ বিদ্রোহিতা হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ডেলি নিউসের এ সম্বাদটীতে কয়েকটী উদ্দেশ্য থাকিতে পারে- গবর্ণমেণ্টের প্রতি আত্মীয়তা দেখান, ইনকম ট্যাকসের দ্বারা কত অত্যাচার হইতেছে এবং তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কত বিপদ হইতে পারে সেটী বলা ও নিষ্পীড়িত প্রজা পুঞ্জকে ইনকম ট্যাকসের নিমিত্ত রাজ বিদ্রেহী হওয়া কর্ত্তব্য ইঙ্গিতে সেটী তাহা দিগকে শিক্ষা দেওয়া। প্রথমটি উদ্দেশ্য হইলে ডেলি নিউসের সম্বাদ পত্রে এটী প্রকাশ না করিয়া লর্ড মেওকে টেলিগ্রাফ দ্বারা এসম্বাদটী দেওয়া উচিত ছিল, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থাকিলে এরূপ ভয় দেখাইয়া লেখা উচিত ছিল না, তৃতীয় উদ্দেশটী হইলে গবর্ণমেণ্টের অচিরাৎ তাহাকে শাসন করা কর্ত্তব্য। যখন নীলের হেঙ্গামা হয় তখন কুঠিয়াল ইংরাজেরা প্রকাশ্য রূপে গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইতেন, ইনকম ট্যাকস ইংরাজেরা যে রূপ ঘৃণা করেন তাহাতে ডেলি নিউসের প্রজাকে বিদ্রোহিতা শিক্ষা দেওয়ার বিচিত্র নাই।

কলিকাতার কলেক্টর মেকেঞ্জি সাহেবের সঙ্গে, ইংরাজ বণিক দিগের তুমুল সংগ্রাম যাইতেছে। তিনি ইনকম ট্যাকস নির্দ্ধারণ নিমিত্ত সকলের নিকট গত বৎসরের হিসাব চান এবং বণিক দিগের অর্পিত হিসাবে দেখেন যে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর সকলের বিস্তর আয় কম হইয়াছে, এমন কি পূর্ব্ব বৎসর যাহার আয় ২ লক্ষ টাকা দেখা গিয়াছে গত বৎসর তাহার এক লক্ষ টাকার অধিক আয় হয় নাই। মেকিঞ্জি সাহেব বনিকদিগের হিসাবের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহার বিবেচনা মত আয় ধরিয়া তাহাদের প্রতি ট্যাকস নিদ্ধারণ করিয়াছেন। বনিকেরা এবিষয় আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিমলায় গবর্ণর জেনারেলের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু সাব্যস্ত হয় নাই।

One of the results of the increased attention which the Bengal Government has of late paid to the Department of Law and Justice has been the putting of better men to the very responsible post of District Government Pleaders in the place of old quacks. When the late Government Pleader of this place resigned his appointment, it was generally believed that Babu Dakhina Prosad Bose, who had been representing the Crown in the Sessions for some years, was to get into the office. But though the nomination of Mr Westland, the then Collector, was in his favor, the Commissioner and the Legal Remembrancer disapproved of the selection, and the Government at the recommendation of the latter, gave the appointment to Babu Nursing Chunder Mittra of the High Court. Babu Nursing joined the local bar about a couple of months ago, but soon after, Mr Bell the Legal Remembrancer, took leave and Mr Westland was appointed to officiate for him. No sooner has Mr Westland taken charge of the legal affairs of Government than he appoints Dakhina Prosad to the Jessore Government Pleadership, giving Babu Nursing the option of going to Sylhet as Government Pleader of that district. We are sorry we cannot reconcile Mr Westland's action in this matter to our sense of propriety and decorum. But people may have different ideas of honor and ettiquette, and so we must look to the equity of the case. Babu Dakina's claims were certainly overlooked on the first occasion, but that is no reason why Babu Nursing should be so shabbily treated. But we believe, if he were a little cantankerous, he could have successfully sued Government for damages. He may if he chooses cite the recent appointments to the offices of Government Solicitor, Senior Government Pleader of the High Court, and Standing Counsel, as precedents in his favor, where claims arising out of acting appointments have given way to other considerations.

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

কালিকুমার দাস।

আমরা অতিশয় দুঃখের সঙ্গে পাঠক বর্গকে জ্ঞাত করিতেছি যে বাবু কালিকুমার দাস গত ১১ আষাঢ় শনিবারে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহাঁর কত বয়সে মৃত্যু হইয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু কালে তাহার মৃত্যু হয় নাই। তাহার আরও ১০। ১৫ বৎসর বাঁচিবার বয়স ছিল। তিনি ধনাঢ্য ছিলেন না; গবর্ণমেণ্টের কোন উচ্চ পদেও নিযুক্ত ছিলেন না, সুতরাং ইহাঁকে অতি অল্পলোকে হয় ত জানেন; কিন্তু তাহার তুল্য বিদ্বান বহুদর্শী দেশ হিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি আমাদের দেশে অতি অল্প আছেন। বাঙ্গলার প্রধান ২ সকল ইংরাজি সম্বাদ পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ মধ্যে তাহার লেখা থাকিত, ইনি ডেলিনিউস মিরার প্রভৃতি কয়েক খানি পত্রিকায় এক রূপ নিয়মিত রূপে লিখিতেন। কালিকুমার বাবু একজন মধ্যবিত্ত লোক ছিলেন, প্রথমে চাকুরী দ্বারা তিনি জীবনোপায় করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তিনি যে রূপ স্বাধীন ও তেজস্বী ছিলেন, তাহাতে ক্রমে চাকুরী করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে এবং শেষে সম্বাদ পত্রিকায় লিখিয়া আপনার সংসার চালাইতেন। এদেশের মধ্যে কালিকুমার বাবু প্রথম ফ্রেনোলজি শিক্ষা করেন এবং ফ্রেনোলজিতে তাহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। অনেকের মস্তক পরীক্ষা দ্বারা তিনি যে সর্টিফিকেট দিতেন তাহা রাজ দ্বারে পর্য্যন্ত আদরণীয় হইত। তিনি প্রত্যেক মস্তক পরীক্ষার নিমিত্ত কিছু ২ অর্থ গ্রহণ করিতেন এবং ইহাতেও তাহার উপার্জ্জন হইত। কালিকুমার বাবু একজন বক্তা ছিলেন। সাধারণ মঙ্গলোদ্দেশে যে খানে যে কোন সভা আহুত হইত তিনি সেখানেই প্রায় উপস্থিত হইয়া আপন মত ব্যক্ত করিতেন। বিটিন সোসাইটীতে তিনি একরূপ বরণীয় বক্তা ছিলেন। ডাক্তার ডফ তাহার বক্তৃতাতে বিশেষ আমোদ অনুভব করিতেন। কালিকুমার বাবুর অনেক শাস্ত্রেই অধিকার ছিল, সুতরাং বিটন সোসাইটীতে যে সমুদয় বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইত তাহার অনেক তাতেই তিনি তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখাইতেন। তাহার স্মরণ শক্তি এমন ছিল যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা একবার শুনিয়া তাহা অবিকল বলিতে পারিতেন এবং এই নিমিত্ত সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা তাঁহার বিশেষ আদর করিতেন। কালীকুমার বাবুর প্রণীত কয়েক খণ্ড পুস্তক আছে। তিনি আমাদের নিকট এক দিন গল্পচ্ছলে বলেন যে " আমি, বিদ্যাসাগর, হরিশ বাবু প্রভৃতি কয়েক জন দেশের সাধারণ সম্বন্ধীয় তর্ক লইয়া আন্দোলন করিতে প্রথম প্রবৃত্ত হই। ইহার মধ্যে হরিশবাবুর অকালে মৃত্যু হইয়াছে, বিদ্যা সাগর শিরো পীড়ায় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছেন, আমর মস্তিষ্ক কেবল অদ্যাপি সবল ও সতেজ আছে।,, ফল কালী কুমার বাবু যে রূপ মানসিক পরিশ্রম করিতেন তাহাতে বাঙ্গালি হইয়া উহা এত দীর্ঘকাল সতেজ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহার ঈশ্বরের প্রতি অচলা বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল এবং ইনি স্পিরিচিউলিয়েজম ও মেসমিরিজমে গাঢ় রূপে বিশ্বাস করিতেন। ইহার এত গুণ ছিল কিন্তু একটী দোষ থাকায় তিনি নানা কষ্টের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত সুরাপায়ী ছিলেন। যাহা হউক ইনি যত বড় লোক ছিলেন আমাদের দেশীয় গণ তাহার প্রতি সেরূপ কোন যত্নই দেখান নাই। তাহার আজ বৎসর কএক এত কষ্ট হয় যে অনেক দিন অন্নাভাবে পরিবারের উপবাস করিতেহইয়াছে অনেক সময় প্রতিবাসী অথবা আত্মীয় নিকট ভিক্ষা করিয়া দিন পাত করিতে হইয়াছে। তিনি তাহার পরিবারকে এইরূপ দুরবস্থায় ফেলিয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছেন, পরিবার ও নিতান্ত কম নয়, প্রায় ১০। ১২ টী এবং ইহার মধ্যে সকলই অক্ষম। পৃথিবীতে থাকিবার মধ্যে তাহার এক সহোদর ও এক পিসতত ভ্রাতা আছেন, পিসতত ভ্রাতার কিছু সঙ্গতি আছে কিন্তু তিনি যে এই বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে পারেন বোধ হয় তাহার তত ধন সম্পত্তি না থাকিতে পারে। বাবু কালী কুমার দাসের নিকট আমরা অনেক ঋণী আছি, তাহার যত্ন সফল হউক না হউক, তিনি যে জীবন আমাদের নিমিত্ত কাটাইয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, তাহার জীবিত অবস্থায় আমাদের কর্ত্তৃক যথোচিত সম্মানিত না হইয়া, অনশনে, রোগে জর্জ্জরিভুত হইয়া পরলোকে গমন করা সেই আমাদের পক্ষে কত দুর অন্যায় হইয়াছে তাহা বলা যায় না, তাহার পরিবার গণ যদি আমাদের তাচ্ছিল্যের নিমিত্ত এক্ষণ অন্নাভাবে কষ্ট পায় তবে যে অপরাধের ক্ষমা নাই। এপর্য্যন্ত দেশের যত বড় ২ লোক কাল কবলে পতিত হইয়াছেন তাহার প্রায় কাহারও অপেক্ষা ইনি ন্যূন নন, অথচ যদি মহৎ ব্যক্তি গণের মৃত্যুর পর আমাদের যত্নে কাহারও প্রকৃত উপকার হয় তবে ইহারই হওয়ার সম্ভব।

ইনকমট্যাক্স।

২৪ পরগণায় ইনকম ট্যাক্স লইয়া যে গোল। এসেসর দিগের হস্তে যে রূপ কাজ, উহা যে রূপ ভ্রান্ত হইয়া তাহা দিগের নির্ব্বাহ করিতে হয় এবং কর্ত্তৃপক্ষীয় গণ অর্থের নিমিত্ত তাহা দিগেকে যে রূপ তাড়না করেন, তাহাতে সর্ব্বযামি না হইলে এসেসর গণ কর্ত্তৃক বিধিমত কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন ইনকম ট্যাক্স আইনের নিগূঢ় মর্ম্ম অর্থ সংগ্রহ কর, সুতরাং সরল রেখার উভয় প্রান্ত সংলগ্ন করাও যদি সম্ভাবিত হয় তথাচ এরূপ আইন দ্বারা অত্যাচার না হইয়া কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তবে এসেশর গণ একটী কাজ করিতে পারেন, আইন মত দায়ী হউক না হউক নির্দ্ধারিত অর্থ দিতে নিতান্ত কষ্ট না হয় এইরূপ ব্যক্তির প্রতি যদি কর ধার্য্য করেন তবে তাহারা অনেক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু অনেকের উদ্দেশ্য থাকে গবর্ণমেণ্টকে সন্তোষ করা, তাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমুদয় বিস্মৃতি হইয়া কিসে রাজ প্রসাদ প্রাপ্ত হইবেন তাহার নিমিত্ত ব্যাকুল হন এবং এই রূপে সমাজের বিস্তর নিষ্পীড়ন করেন। আসেসরের পদটী কয়েক দিনের নিমিত্ত, অনেকের ইচ্ছা থাকে এই সুযোগে আপনার ভবিষ্যতের কোন একটী পথ করিয়া লন, ফল এবার বোধ হয় অনেক এসেসরের এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে।

সম্প্রতি কেরি সাহেব নামক একজন পাদরি ডেলিনিউসে ইনকম ট্যাক্সের অত্যাচার সম্বন্ধে কয়েক খানি পত্র লিখেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার কক্রেল সাহেব পত্র পাঠ মাত্র ইহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এদিক সিমলা হইতে গবরণর জেনারেল বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ের তদারক করিবার নিমিত্ত লিখেন। কক্রেল সাহেবের তদারক কিয়ৎ পরিমাণে কেরিসাহেবের লিখিত অত্যাচার গুলি সপ্রমাণ হইয়াছে। এবং এই নিমিত্ত বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট ২৪ পরগণা কলেক্টরের উপর ভারি বিরক্ত হইয়াছেন ও দণ্ড স্বরূপ তাহাকে স্থানান্তরে বদলি করিতেছেন!

ইনকমট্যাকেসর অত্যাচারের কথা প্রায়ই মাঝে ২ সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে কিন্তু স্মরণ হয় না গবর্ণমেণ্ট কখনই কোন বিষয়ে কর্ণ পাত করিয়াছেন। বাঙ্গালির মধ্যে এবিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়া কেবল বিদ্যাসাগরের যত্ন কিছু মাত্র সফল হয়। বাঙ্গালির কথার উপর গবর্ণমেণ্টের তত আস্থা নাই তাহাদের এরূপ আধিপত্যও নাই যে বল দ্বারা গবর্ণমেণ্টের

বর্ণ কুহরে উহা প্রবিষ্ট করে। ইংরাজেই ইংরাজকে পারাস্থ করিতে পারে এবং কেরিসাহেবের ন্যায় যদি আর ২ মহদাশয় ইংরাজেরা ক্রমে ইনকমট্যাকেসর অত্যাচার গুলি রাজ গোচর করেন তবে দেশের অশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভব। যখন নীলের হেঙ্গামা হয় তখনও প্রজা দিগের জয়লাভ করিবার এক মাত্র কারণ পাদরি সাহেবগণের সহায়তা। পাদরি সাহেব দিগের এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন নয়, রাজ্য শাসন নয়, তাহারা ধর্ম্ম যাজন করিতে আইসেন, কাজেই তাহারা এদেশীয় লোক দিগকে অনেক বিষয়ে অন্য রূপ চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। বিশেষতঃ তাহাদের ধর্ম্ম নিবন্ধন অনেক দুঃখি দরিদ্র প্রজার সঙ্গে আত্মীয়তা হয়। তাহারা ইহাদের দুঃখে স্বভাবত কর্ত্তব্য পর হন এবং মফস্বলে গমনাগমন দ্বারা এরূপ অনেক বিষয় তাহাদের জ্ঞাত সার হয় যাহাতে তাহারা তাহার প্রতিবিধানের যত্ন না করিয়া থাকিতে পারেন না। ফল যদি এসেসর গণের অত্যাচার নিমিত্ত কলেক্টর গণকে দণ্ড করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বিবেচনা হইয়া থাকে তবে দণ্ড হইতে যে কোন কলেক্টর নিস্তার পান তাহা আমরা জানিনা। আমরা যত দূর যাহা জানি তাহাতে স্মিথ সাহেবের মত ভদ্র, নিরীহ হাকিম অতি অল্প পাওয়া যায়, এবং ভুবন বাবুর প্রতি তিনি যে অত্যাচার করেন, তদ্ভিন্ন তাহার রাজ কার্য্যে বোধ হয় সকলই একরূপ সন্তুষ্ট আছেন, যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা কর্ত্তৃক স্মিথসাহেবের প্রতি কিছু অত্যাচার হইতে পারে কিন্তু এ উদাহরণ কর্ত্তৃক দেশের বিস্তর মঙ্গল হইবার সম্ভব।

অতঃপর আমাদের গবর্ণমেণ্ট ঈশ্বরের অদ্ভূত সৃষ্টি, ইহার প্রকৃতি বুঝা মনুষ্যের অসাধ্য। তাহারা অনুমান দ্বারা সাব্যস্থ করেন কোথায় কত আয় হইবে এবং যে গতিকে হয় সেইটী সেখান হইতে সংগ্রহের নিমিত্ত এসেসর গণকে বাধ্য করেন। আবার এসেসর গণের প্রতি বিশেষ আদেশ থাকে যে কোন মতে যেন অনিয়ম কি অন্যায়চরণ পূর্ব্বক ট্যাকস সংগৃহীত না হয়। আমরা জানি যশোহরের একজন কলেক্টর একবার আজ্ঞা দেন যে প্রতি হপ্তায় প্রত্যেক এসেসরের ৯০০ টাকা ট্যাকস সংগ্রহ করিতে হইবে। গত বৎসর একটী সবডিবিশনের একজন এসেসর কলেক্টরকে সম্বাদ দেন যে তাহার মধ্যে আর ট্যাকস সংগ্রহ হইবার সম্ভব নাই এবং কলেক্টর তদুত্তরে লিখেন যে "তোমার মধ্যে ভারি কম টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। যে গতিকে হয় আরো টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে,,। এসেসর বাবু পূর্ব্বে যাহা দিগকে অযোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন, কলেক্টরের এই হুকুমে আবার তাহাদের আহ্বান করেন এবং ট্যাকস দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহাদিগকে ফৌজদারিতে সোপোর্দ্দ করেন ও সেই সব সবডিবিশনের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আমাদিগকে বলিয়াছেন যে ট্যাকস না দেওয়ায় তাহারা ২০। ২৫ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুঃখী প্রজার নিকট হইতে ৩। ৪ শত টাকা জরিমানা আদায় করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতার কলেক্টর হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে নগরে ১৮ লক্ষ টাকার অধিক ট্যাকস আদায়ের সম্ভব নাই কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলেন অমরা ২০ লক্ষ টাকা চাই। গবর্ণমেণ্টের এ রাজ প্রণালীর অর্থ বুঝা ভার।

KESHAB BABU'S SPEECH Is Keshab Babu a slanderer or a flatterer of the English people, for certainly he cannot be both, as some of our Anglo-Indian contemporaries have styled him-? When they charge him with these two incompatible vices they indirectly give him the credit for impartiality. The thing is, Keshab Babu's remarkably mild speech has exasperated a large body of Anglo-Indians, because it contained certain disagreeable strictures. The cries of our countrymen so long as they do not cross the Indian Ocean are harmless enough, but reach that Sea-girt Isle in the far West they must not. That shows that there is yet hope for India, that our Anglo-Indian Rulers are afraid of their countrymen, and that there is yet justice and generosity amongst the British people.

Our Anglo-Indian friends have been abusing Lord Lawrence, Keshab, attributing deliberate falsehood to him, the Natives, the Bramho Somaj, in short all persons places and things distantly or nearly connected with him. But Keshab is secure in England surrounded by admiring friends, and the vial of wrath that is being poured upon his head in this country may not disturb him much. A gentleman has expressed his willingliness of paying 500 Rs. to enjoy the pleasure of contradicting him, but we believe the Anglo-Indian has imbibed the feelings of his friends in this country without being able to know much of the country, or he would have not dared to thrust himself as a champion of his countrymen. If there was anything worth contradiction, Lord Lawrence, who knows more of this country than most men would have done so.

Keshub Chundra said that some English men oppress his coutrymen, and sometimes murder them, and we believe he can prove the assertion without much difficulty. It is true that oppressions committed by Englishmen do rarely come to the notice of Government, and when they do, it is altogether a difficult affair for obvious reasons to secure a conviction. Again all assertions of Natives in these matters go for nothing, however respectable, however strong in numbers they may be, so to prove the charge the Anglo-Indians may demand only white witnesses. Even there Keshab Babu may triumphantly come out of the ordeal.

Europeans knew nothing of the real condition of Bengal before the publication of the Inidgo Commission Report, and we shall try to give a short analysis of that most valuable document. Mr. Eden filed in before the commissioners abstract of 49 serious cases of dacoity, murder, homicide, riot, arson, plunder, and kipnapping, which have occured from the year 1830 to 1859, taken from records and Nizamut Reports and all from authenticated papers." The Rev. Mr Blumhardt deposed to the fact of the plunder of the village of Moharajpore in 1854 (answer 1287) when a man was killed, another was missing, the women were stripped. Again Mr Sage stated from personal experience that clubmen were maintained, that Ryots were beaten, that their houses were pulled or burnt down, and the general custom was to seize their cattles (vide answers from 667 to 673). The Rev. Mr Shurr enumerated several cases of outrage, of which he was personally cognizant. He once rescued or tried to rescue upwards of 100 heads of cattle which were being carried away (answers 779 and 780).

Thus we can multiply the examples if we so choose to do it. The depositions of Messrs Lincke, Bomwetch, Long, Cuthbert, Hill, Herschel, La[illegible] contain a vast number of f[illegible] which would prove the[illegible] Chunder. It may[illegible] only Indigo Plant[illegible]

were Englishmen, gentlemen and the only residents of the Muffosil. Another objection may be raised, that the facts which occured in 1860 and previously may not be the proper basis of assertions made in 1870 but Indigo Planting, if it has disappeared from Krishnagore, is still carried in other parts of Bengal. But we have another more satisfactory reply to give, we do not mean to stop here; we shall try to bring down our narrative to the latest period.

THE EDUCATION MEETING—Persons who feel really and deeply do not attempt at display and that was clearly exemplified in that day when the two thousand men finished the proceedings of the day silently and mournfully. The members seemed more like mourners than an enthusiastic and an indignant band. We need not repeat that such a meeting was never before held in our country, and we feel deeply grateful to the Britsh Government, for to its fostering care must be attributed these legitimate political commotions which infuse vitality in to the veins of the whole nation. We believe the meeting will prove a death-blow to the anti-education Policy ing, or we fear, it will prove the hollowness, the evil motives and selfishness of our Government. We believe our Government will not be befooled itself into the insane policy of doing things in opposition to the dearest wishes of the whole nation, for the enevitable result of such an action will be to sow sedition amongst a most peaceful and loyal nation. That the whole nation has spoken on that day, that the present education policy of Government has deeply alarmed the whole country, there is no mistake, and we shall here give this timely warning to our Government that it is better to yield before it is compelled to yield, for be it known that the natives of Bengal do not look to the Indian Ministry as the final authority. If Government persists in its cruel policy the natives must go to Parliament, and we leave to our Rulers to determine what would be the political result of such a step.

There were some gratifying features which we must not omit to mention. Forty three district meetings were held ... delegates sent to the Central ... the British Indian ... fairly claim to be ... India but of Bengal, and we dare say another impolitic step of Government will still more augment the power of that body and of the nation. It will now be necessary for that body to make some alterations in their policy, but of that hereafter. The Cuttack meeting has agreeably surprised us, and we most heartily thank those high-minded and disinterested European officials who so fearlessly stood against the present Educational policy of Government. Dacca, though late has don e nobly as also Burrisal, Patna Birbhum & Berampore. The absence of Europeans in the meeting was very conspicuous though we must notommit here to mention the name of Mr Broadly who gave a very feeling address which does credit to his heart.

The memorial is a masterly document but we believe the condition of the middle class men, the only sufferers have not been fully and faithfully described. However tempting "the material advantages' of an English education be, the poor people of Bengal have not the means of educating their children without State aid. The profits of the land belong to the Zeminders, the Service has been monopolized by our Rulers, trade is the business of foreigners and the half-civilized low caste men of our countrymen, it is to Keraneeship, Teachership and Pleadership that our middle class men depend for their means of subsistence. We do not see any reason to suppose that the class have improve in condition, but we clearly see that the prices of provision living and the necessaries of life have increased four-fold, tax upon tax have been imposed and the population gradually increasing. This is a point which in our opinion ought to have been clearly set forth in the Memorial.

রথ্যাকর সম্বন্ধে সেক্রেটরি অব ষ্টেটের মত।

শিক্ষা ও রথ্যাকর সম্বন্ধে ডিউক অব আরগাইল স্বীয় মত ব্যক্ত করিাছেন। গবরণর জিনারেল লরেন্স সাহেব প্রথম এই দুইটী বাবের প্রস্তাব তুলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় তিনি ইহা বসাইয়া যান কিন্তু আমাদেয় লেফটেনেন্ট গবরণর গ্রে সাহেব দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে ইহার প্রতিবাদ করেন। লরেন্স বাহাদুর এই দুইটী কর জমিদার গণের স্কন্ধে নিঃক্ষেপ করিতে যত্নশীল হন। গ্রে সাহেবের বিবেচনায় তাহা করিলে গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দ বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে এবং এই ও অন্যান্য কারণে তিনি ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। লর্ড লরেন্স এখান হইতে গেলে লর্ডমেও আবার সেই তানে ধুয়া ধরিয়া দেন। বিক্রম বিসারদ গ্রে আবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন, তুমুল সংগ্রাম হয় এবং শেষে উভয়ের এতবন্ধে কাগজ পত্র সেক্রেটরি অবষ্টেটের রাজ বিচারে অর্পিত হয়। তিনি সম্প্রতি এই বিষয়ে এক খানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। পত্র খানি অতি উৎকৃষ্ট রূপে লেখা হইয়াছে এবং পাড়িলে ডিউক অব আরগাইলকে করিয়া ভক্তির উদয় হয়। বাঙ্গালার উপর ন্যার্য্য বিচার হয় তাহার যত্ন সাধ্য মত তিনি দেখাইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট কোন মতে চিরস্থায়ী বন্দ বস্তের উপর হস্তক্ষেপ না করেন সে বিষয়ে তাহাদিগকে তিনি ভুয়ো ভুয়ঃ শতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাহার বিবেচনায় রাজ কোষের অপ্রতুল হইলে স্থানীয় কর নিদ্ধারণ করা অন্যায় নয়। চিরস্থায়ী বন্দ বস্ত দ্বারা বটে জমিদার গণের উপর ভুমির কর আর বৃদ্ধি হইতে পারিবে না কিন্তু যে প্রনালীতে তাহাদের উপর ইনকমট্যাক্স নিদ্ধারণ হইয়াছে তদানুসারে অন্যান্য ট্যাক্স নিদ্ধারিত হইতে পারে। তবে শুদ্ধ জমিদার গণের কোন কর সম্যক রূপে বহন করিতে হইলে তাহাদের প্রতি অবৈধ আচরণ করা হইবে, রাজকর প্রতিষ্ঠীত কার্য্য দ্বারা যাহারা উপকৃত হইবে সকলেরই উহা বহন করা উচিত কিন্তু এরূপ কোন কর সংস্থাপনের প্রসঙ্গের পূর্ব্বে দেখা কর্ত্তব্য প্রজার অবস্থায় উহা কত দুর সহ্য করিতে পারে! তাঁহার মতে বাঙ্গালার প্রজাদিগের যে রূপ সঙ্গতি তাহাতে এখানে এরূপ করের প্রস্তাব করিলে অন্যায় হইবেনা। তিনি আপাতত বাঙ্গলায় রথ্যাকর বসানের অনুমতি দিয়াছেন এবং করের কি হার হইবে কি রূপে সাব্যস্ত হইবে তাহার ভাব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উপর অর্পন করিয়াছেন তবে এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে গুটীকয়েক পরামর্শ দিয়াছেন। (১) এই প্রণালীতে কর ধার্য্য করা উচিত যে সকল শ্রেণীর প্রজাই অবস্থানুসারে উহা তুল্য রূপে বহন করে (২) স্থানীয় ব্যক্তি দ্বারা কর নিদ্ধারণ ও স্থানীয় কোন মঙ্গলোদ্দেশে উহা ব্যয় করায় যত্ন করা উচিত। (৩) এরূপ কোন উদ্দেশে সংগৃহীত কর ব্যয়িত হইবে যে তদুৎপন্ন ফল লোকে হাতে হাতে উপভোগ করে। এবং এই নিমিত্ত আপা-

তত তিনি রাথ্যাকর বসানের পরামশ দেন।

ডিউক অব আরগাইলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদেয় কিছু আপত্ত্য আছে। তাহার ব্যবস্থার সর্ব্ব প্রধান প্রতিজ্ঞা এই যে স্থানীয় আয়ের অনটন হইলে কর বসান কর্ত্তব্য অতএব কোন রূপ করের প্রস্তাবের পূর্ব্বে তাহার দেখা কর্ত্তব্য বাঙ্গলার আয় ব্যয় কি। এ সম্বন্ধে বোম্বে টাইমস ও হিন্দু পেট্রিয়েটে একবার তুমুল যুদ্ধ হয় এবং পেট্রিয়েট ভ্রম শূন্য রূপে সপ্রমাণ করেন যে আমাদের এখানে যে অায় হয় তাহাতে ধ্যয় সংকুলন হইয়া অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। উদ্বৃত্ত না থকুক সমান সমান যে হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। গত বৎসর বাঙ্গলায় রাজস্ব প্রায় ১৬ কোটী ৫ লক্ষ নিদ্ধারিত হয় এবং ব্যয় বাদে ১০ কোটী ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বাচে। ভারত বর্ষের ইম্পিরিয়েল অর্থাৎ সরকারী ব্যয়ের কুথকাংশ বাঙ্গলার বহন করা উচিত এবং তাহাতে ৮ কোটী টাকার অধিক ব্যয় হইবার সম্ভব নাই সুতরাং খরচ পত্র বাদে গত বৎসর বাঙ্গলার রাজস্বের ২। ৩ কোটী টাকা সঞ্চিত ছিল। এতদ্ভিন্ন ডিউক অব আর গাইলের যে রূপ মত তাহাতে সকল শ্রেণী প্রজারই কর দিতে হইবে। বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দ বস্তের নিমিত্ত অন্যান্য দেশ হইতে জমিদার গণের অবস্থা স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট হইতে পারে কিন্তু আবার সেই কারণে অন্যান্য দেশ হইতে নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রজারা ভারি দরিদ্র, এখানে মধ্য বিত্ত লোক শ্রেণী বিনাশোন্মুখ এবং এটী বাণিজ্য ব্যবসায়ের দেশ নয় সুতরাং যদি কাহার ও অবস্থায় কর সহ্য হয় সে কেবল জমিদার গণের। নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রজা দিগের আর একটী ভারি আপত্ত্য আছে। রাস্থা ঘাটের সৌকার্য্য ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুবিধা নিবন্ধন নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রজারা যে উপকার উপলব্ধী করে তাহার উপসত্ব জমিদার গণ ১০ আইন দ্বারা উপভোগ করেন, গবর্ণমেণ্ট আবার তাহার নিমিত্ত কর চাহিলে এক উপকারের জন্য তাহাদিগকে দুইস্থানে প্রত্যুপকার স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদের যে রূপ দুরাবস্থা তাহাতে এত ভার বহন করিতে কোন মতে পারিবেনা এবং দুর্ভাগ্য ক্রমে বাঙ্গলায় শতকরা ৭৫ জন এশ্রেণীর লোক অতএব ষ্টেট সেক্রেটারির প্রজার অবস্থা দেখিয়া যদি কর বসানের অভিমত থাকে তবে কোন মতে এখানে উহা বসান কর্ত্তব্য নয়। আর একটী কথা। যে সমুদয় প্রজার ভূমি সম্পত্তি আছে তাহারাই কেবল কর দিবে না সকলেরই কর দিতে হইবে? যদি সকলেরই দিতে হয় তবে সেটী ইনকম ট্যাকসের অন্তর্গত হইবেনা? এবিষয়ে এক্ষণ আমাদের অনেক জানিতে বাঁকি আছে।

ফল সাক্ষাৎ ভাবে রাজস্ব আদায় করা এদেশের লোকের অভ্যাসের বিপরীত। উইলসন সাহেবো রাজস্ব মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব্বে ইংরাজেরা ও এদেশে সাক্ষৎ ভাবে কোনই গ্রহণ করেন নাই রাজস্ব দায়ের এপ্রণালীটী ইংলণ্ডীয় এবং রাজ পুরুষেরা এটী ক্রমে এখানে প্রচলিত করিতেছেন। এপ্রণালীটী মন্দ নয় তবে ইংলণ্ডের একটী ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে গেলে অর একটী আনা উচিত। সেখানে লোকে সাক্ষাৎ ভাবে যে রূপ করদেয় রাজস্ব তেমনী সমুদয় তাহাদের হস্তে। তাহাদের বিনা ইচ্ছায় কর নিদ্ধারত কি ব্যয়িত হয় না। এদেশে প্রজার উপর এই ক্ষমতাটী অর্পণ করুণ, অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া সাক্ষাৎ রূপে কর বসাইতে গেলে প্রজারা চিরকাল ইহাতে অনেচ্ছা প্রকাশ করিবে। বাঙ্গলায় যদি প্রকৃত রথ্যাকর প্রচলিত হয় তবে প্রজা কর্ত্তৃক মনোনীত পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক কর নিদ্ধারণ ও ব্যয় করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ ভাবে কর বসানের অভিসন্ধি থাকিলে এটী নিশ্চয় করিতে হইবে।

গত ২রা জুলায় শনিবারে টাউনহলে উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে একটী বৃহত সভার অধিবেশন হয়। দুই হাজারের অধিক লোক তথায় উপস্থিত হন। বাঙ্গলাতে সর্ব্ব সমেত উচ্চতর শিক্ষা বিষয়ে ৪৩ টী সভা বসে এবং ইহারা সকলেই টাউনহলে আনুত সভার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। মফস্বলের নানা সভা হইতে টাউনহলে ১৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভা নগরে উপনগরে গণ্ড গ্রামে এবং ক্ষুদ্র গ্রামে সর্ব্বত্রই বসে এবং দেশ সমেত লোক এক বাক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর শিক্ষার প্রতি সংকলিপত হস্তক্ষেপে প্রতিবাদ করিয়াছেন। টাউন হলের সভা হইতে অন্যান্য সভার প্রকটীত রিজোলিউশন সম্বলিত ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট এক খণ্ড মেমোরিয়াল অর্থাৎ আবেদন যাইতেছে। সভাতে অনেকে বক্তৃতা দেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জন দুই তিন ইংরাজ ভিন্ন আর কেহই সভারূঢ় হন না তবে কটকে যে সভা সংস্থাপন হয় সেখানে কমিশনার প্রভৃতি বড় বড় সমুদয় ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন। ইনকমট্যাকস নিবন্ধন দেশীয় ও ইংরাজেতে কতক সম সুখ দুঃখতা সংস্থাপন হইয়াছে এবং শিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রম মুলক রাজ কৌশলে দেশীয় গণকে সাহসী ও সবল করিয়া তুলিল ঈশ্বরে বিচিত্র কৌশল।

আমরা গত শনিবারের ইংলিসম্যানে একটী শুভ সম্বাদ দেখিলাম। তিনি কোন বিশ্বস্থ উপায়ে অবগত হইয়াছেন যে গবরণর জিনারেল অবশেষে অবগত হইয়াছেন যে প্রকৃত রাজশ্ব সম্বন্ধে এবার অনটন হয় নাই, তবে ষ্ট্রেটী ও চ্যাপমান সাহেবের ভুলে এত গোল ও আতঙ্ক গিয়াছে। এটী সত্য হইলে সম্ভবতঃ ইনকমট্যাকেসের হার কমিয়া যাইবে। কিন্তু এ সুখজনক সম্বাদটী আমরা অনেক ক্ষণ ভোগ করিতে পারি নাই কারণ ইংলিশম্যান সকালে এই সমাচারটী দেন আবার তাহাদের সেটারডে ইবিনিং জর্ণেলে এটি প্রতি বাদ করা হইয়াছে। আমরা জানি না ইংলিশম্যানের এরূপ হরিশে বিষাদ করার উদ্দেশ্য কি। তবে একটি বিষয় আমাদের ভারি সন্দেহ আছে, রাজমন্ত্রীরা যে অনটন অনটন করিতেছেন সেটি কত দুর সত্য তাহা বলা যায় না এবং আজ না হউক কাল, এক দিন নিশ্চয় চ্যাপমান সাহেবের বিদ্যা প্রকাশ হইবে। আমরা তাহাকে একটি শত পরামর্শ দেই, তিনি মানে ২ ইংলণ্ডে এই সময় প্রস্থান করুন।

সমালোচনা।

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

শ্রীযুত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। যদু গোপাল বাবু গ্রন্থকার সমাজের অপরিচিত নহেন। এত দ্বারা বালক বৃন্দের ইতিহাস শিক্ষা বিষয়ে তিনটী কারণে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। প্রথমতঃ অল্পের মধ্যে মূল বিষয় গুলি তাহারা শিক্ষিতে পারিবে। দ্বিতীয়ত, রাজা দিগের ক্রমান্বয়িক রাজত্ব কাল ও প্রধান২ ঘটনার নিরুপন সম্বলিত দুইটী ক্রোক পত্র॥ তৃতীয়তঃ ভাষাটী খুব সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে॥ ভারতী বাবুর ইতিহাস ভাষায় একটি সম্পত্তি বিশেষ বলিতে হইবে, কিন্তু এত বিদ্যা খরচ করিয়াছেন যে, পঁড়িতে২ বালক দিগকে অভিধানের আশ্রয় লইতে হয়॥ যদু বাবুর গ্রন্থ আরো সংক্ষেপ এমন কি ইহার অর্দ্ধেক ও হইতে পারিত সত্য কিন্তু তাহা হইলে বড় নীরস হইয়া উঠিত॥ সুতরাং বালকেরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিত না॥

সংবাদ।

—গত শনিবারে এ প্রদেশে ভারি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আর ১০।৫ দিন বৃষ্টি না হইলে আমাদের কোন অনিষ্ট হইবে না; বৃষ্টির পর হইতেই ধান্য সুলভ হইয়াছে॥

—সম্প্রতি গঙ্গাতে একজন ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্নান করিতেছেন ইতিমধ্যে তাহাকে একটী হাঙ্গরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। মানিক বসের ঘাটে এ ঘটনাটী হয়। ব্রাহ্মণকে ডুব দিয়া আর না উঠিতে দেখিয়া তাহার বন্ধু বান্ধব গণ কিছু ব্যস্ত হন এবং তাহার অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ইতিমধ্যে কিছু দূরে তাহারা দেখেন যে হাঙ্গরে তাহাকে মুখে ফেলিয়া দিয়া আবার ধরিল ॥

—কলিকাতায় ইহার মধ্য একজন কুলিন ব্রাহ্মণ কিছু বিপদে পড়েন। তাহার ছয়টি স্ত্রী অথচ ইহার কাহার সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব নাই ॥ ইহার একজন সম্প্রতি ভরণ পোষণের নিমিত্ত তাহার নামে কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটে নালিস করি এবং ভরণ পোষণ নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ১৫ টাকা ডিক্রী দেন ও ব্রাহ্মণকে উহা দিতে বাধ্য করেন ॥ ব্রাহ্মণ টাকা দিতে অক্ষম হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ধরিয়া আনিতে কনেষ্টবল পাঠান ॥ ব্রাহ্মণ কোন এক গবর্নমেনটের আফিসে চাকুরি করিতেন এবং সেখান হইতে সমুদয় ভদ্র লোকের মধ্য হইতে কনষ্টবল তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে। এসম্বাদটী ছাপাইয়া সমুদয় কুলিনের স্ত্রীর নিকট পাঠান কর্ত্তব্য।

—সোমপ্রকাশ বলেন, ফিলিপ গডবি নামক এক জন জুয়াচোর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেককে ঠকাইয়া যায়। সম্প্রতি একজন বিদ্রূপ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন এ ব্যক্তির নিকটে যাঁহার যাহা পাওনা আছে তাহার নিমিত্ত আলীগড়ের ডপুটী কালেক্টর জেমস ক্লার্ক সাহেবকে লিখিলে পাইবেন ॥ শত শত পত্র ক্লার্ক সাহেবের নিকটে আসিয়াছে অথচ তিনি কিছুই জানেন না ॥ সংবাদ পত্র ও টেলিগ্রাফ অনেক সময়ে লোকের যন্ত্রণার কারণ হয় ॥ ইংলণ্ডের কোন দুষ্ট লোক বিখ্যাত বিচারপতি লার্ড সেনটলিয়নার্ডকে জ্বালাতন করিয়াছিল ॥ এক দিন রাত্রিতে তাঁহার কন্যা টেলিগ্রাফে সংবাদ পাইলেন যে তাহার অতিশয় পীড়া হইয়াছে। স্ত্রী লোকটী অনেক কষ্টে দূর হইতে আসিয়া দেখিলেন কিছুই নহে।

—বারানশীর কমিশনরের উদ্যোগে সেখানে একটী রেগেড স্কুল বসিয়াছে ॥ কলিকাতার মিস কার্পেনটর এই রূপ একটি স্কুল বসান ॥ কলিকাতার স্কুলটি বুঝি উঠীয়া গিয়াছে ॥

—২৩ জুনে লর্ড মেও ভারত সমুদ্র, লোহিত সাগর, ভূমধ্য সাগর এবং আটলানটিক মহা সাগর দিয়া যে সমুদয় সামুদ্রিক তার বসান হইয়াছে তাহার শক্তি পরীক্ষা নিমিত্ত, ইউনাইটেট ষ্টেটের প্রেসিডেন্সি নিকট উয়াসিংটনে সম্বাদ পাঠান এবং সেখান হইতে তাহার উত্তর আইসে। সম্বাদ পাঠাইতে ও উত্তর আনিতে পোনে শাড়ে ঘনটা লাগে। ইহার পূর্ব্বে উত্তর আসার কথা কিন্তু কি কারণে ওয়াসিংটনে উত্তর পাঠাইতে বিলম্ব হয় ॥ সেই দিন প্রিন্স অব ওয়েলস লর্ড মেওকে সিমলায় তারে সম্বাদ প্রেরণ করেন ॥ এবং বিলাত হইতে ১০ টা রাত্রে টেলিগ্রাফ করা হয় আর সিমলায় সাড়ে পাচটার সময় পৌছে ॥ কলিকাতায় বিলাত হইতে তিন ঘনটায় তারে সম্বাদ পাঠান যায় ॥

—ঝিনিদহা সব ডিবিশনের মধ্যে আবাইপুর কুমড় গাছিতে এক জন ব্রাহ্মণের যুগপত ছয়টী পুত্র সন্তান হইয়া আজ চারি মাস জীবিত আছে ॥

—সম্প্রতি পার্কষ্ট্রীট থানার একজন ইনেস্পেক্টর রিডসাহেব কিছু কার্য্য কৌশল দেখাইয়াছেন। দুই মাস হইল টিই, টমসন এণ্ড কোং পোলিসে সম্বাদ দেন যে তাদের দোকান হইতে কথক গুলি দ্রব্য চুরি গিয়াছে এবং বাজারে লোকে তাহা সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছে ॥ রিডসাহেব তাহার একজন কনেষ্টবলকে বাক্স আওলা সাজাইয়া পাঠান এবং সে ক্রমে অন্যান্য বাক্স ওয়ালার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে এবং তাহা দিগকে বলে যে সে এক জন নুতন ব্যবসাদার ও তাহারা তাহার কিছু সাহায্য করে ॥ তাহার নিকট গুটি কয়েক টাকা আছে এবং সস্তাদরে দ্রব্যাদি পাইলে সে উহা লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবসা করিতে যাইবে ॥ তাহারা ছদ্মবেশী কনেষ্টবলকে চোরামালের খোলেদারের নিকট লইয়া যায় ॥ সে কথক২ দ্রব্য ক্রয় করা সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া টিটি বাজারে এক পোদ্দারের দোকানের নিকট টাকা ভাঙ্গানের ছলনা করিয়া আনে এবং সেখানে যে আসিয়াছে আর অমনী খোলেদারে দুই জন আসিয়া পাকড়া করিয়াছে ॥ ইহারা দুই জন পোলিসের কর্ম্মচারি এবং ছদ্ম বেশে সেখানে উপস্থিত ছিল। খোলেদার যে পাকড়া হইয়াছে আর ছদ্ম বেশী বাকস ওয়ালা পলায় করিল। সকর্দ্দা রাজ বিচারে উপস্থিত আছে ॥

—পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতীর উদ্যোগে কাশিতে বেদাধ্যায়ন নিমিত্ত একটী স্কুল সংস্থাপনের সংকল্প হইতেছে ॥

—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় গবর্নমেনটের ব্যয় নিবন্ধন রাজ কোষে যে অনটন হয় তাহা পূরণ নিমিত্ত তথায় স্থানীয় একটী কর বসানের প্রস্তাব হইতেছে ॥

—৩১ মার্চের শেষ পর্য্যন্ত তিন মাসে ভারতবর্ষে সমুদয় রেলওয়ে হইতে ১৭১০৩৮৫০ টাকা আয় হইয়াছে এবং গড়ে ৪৪৪২ মাইল রেলওয়ে খুলিয়াছে, প্রত্যেক হপ্তায় মোট ১৩১৫৬৮০ টাকা ও প্রত্যেক মাইলে প্রতি সপ্তাহে ২৯০ টাকা আয় হইয়াছে অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে প্রতি মাইলে সপ্তাহে ৪৮০, জি পি আই রেলওয়ে ৩৬০, বোম্বাই বরদা এবং সেণ্ট্রেল ইণ্ডিয়ান ৩৫০ টাকা ও ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে ২৮০ টাকা আয় হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা কম আয় মাতলা লাইনে হইয়াছে। মাতলায় প্রতি মাইলে সপ্তাহে ৫০ টাকা আয় হইয়াছে ॥

—কাপ্তেন রেমিংটন লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়াছেন। প্রভাকরের এক জন সংবাদদাতা বলেন কাপ্তেন প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং বিস্তর লোকে তাঁহাকে সম্মান করেন।

—বোম্বে গেজেট একটী মহত প্রস্তাব করিয়াছেন ॥ তাহার ইচ্ছা যে লরেন্স মেও টেম্পোল প্রভৃতি ভারতবর্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি গনের সম্মানার্থে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এই লিখিয়া রাখা উচিত যে যে সমুদয় ব্যক্তিরা ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন এবং যাহারা ন্যায্যতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া মহারানীর প্রজাকে কর দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়াছেন তাহাদের নিমিত্ত এই মন্দির অর্পিত হয়। উক্তগেজেটে একটী মহত লোকের নাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন ॥ তাহার উচিত ছিল সর্ব্বাগ্রে চাপম্যান সাহেবের নাম দেওয়া!

—লণ্ডন স্পেকটেটরের কায়স্থ বংশকে কখিয়া ভারি ভক্তি। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের অনেক উচ্চতর পদবীতে কায়স্থরা আরূঢ় হইয়াছেন এবং হাইকোর্টের বর্ত্তমান সুযোগ্য দেশীয় জজ এক জন কায়স্থ ॥ তাহার বিবেচনায় বাবু কেশব চন্দ্র সেন কায়স্থ ॥ কায়স্থ সম্বন্ধে আমরা যে প্রস্তাব লিখি তাহাতেও এক রূপ সপ্রমাণ হয় যে এক্ষণকার মধ্যে কায়স্থ বংশ সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ॥

—পাওনিয়ার বলেন জং-দার ভোয়াবে প্রজারা রাজ বিদ্রোহ হয় লোকে সেই রূপ কুপরামর্শ প্রচার করিতেছে ॥ ৫৭ সালের সিপায়ী যুদ্ধের ফল দেখিয়া কি এত শীঘ্র লোকে আবার ইংরাজ গবর্নমেনটের বিরুদ্ধে উঠিতে সাহস করিবে? যাহা হউক গবর্নমেনটের সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য ॥

—বিলাতে বালিকারা শারীরিক ব্যায়াম চর্চা আরম্ভ করিয়াছে ॥ সম্প্রতি তাহাদের ব্যায়ামের পারদর্শিতার একটী পরিদর্শন হয় এবং দর্শক তাহাদের পারগতায় সন্তুষ্ট হন ॥ আমরা এক্ষণ বাঙ্গালির সঙ্গে কাহার তুলনা করিতে হইলে স্ত্রী লোকের তুলনা করি কিন্তু ইহারাও আমাদিগকে ছাড়াইয়া উঠিল। এক্ষণ আমাদের তুলনা স্থল কোথা পাওয়া যাইবে ॥

—সঙ্গিত শাস্ত্র বিসারদ দিগকে কোন রূপ উপাধি দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে অকসফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রস্তাব হইতেছে ॥ আমাদের দেশে অদ্যাপি সঙ্গিতের উন্নতির নিমিত্ত গবর্নমেনট হস্তক্ষেপও করিলেন না ॥

প্রেরিত।

সম্পাদক মহাশয়।

ইং ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের বিধান ক্রমে প্রায় ২ মাস যাবৎ প্রজা ও জমিদার দিগের মধ্যে খাজানা সম্পর্কিয় মোকদ্দমা বিচারের ভার দেওয়ানী আদালতে অর্পিত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য এই যে অদ্যাপি রেবিনিউ এজেনট দিগের বিষয়ে আমাদিগের সুবিবেচক গবর্নমেণ্ট কিছুই বিধান করিতেছেন না!

ভূত পূর্ব্ব ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়া খাজানা ঘটিত মোকদ্দমা রাজস্ব আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়াতে যে রাইয়ত ও মনিব কাহারও সুবিধা হইবে না প্রভৃতি নানা কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবেক, তাহা উল্লিখিত ৮ আইনের সুতিকাগৃহে অবস্থান কালেই অনেক অনুমান করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা রাজকোষের সচ্ছলতা হইবে কি না ও বিচার কার্য্য কত দূর সুক্ষ্মতা প্রদর্শিত হইবে তাহাও এক রূপ অননুভবনীয় নহে যাহা হউক।

কি গবর্নমেণ্ট, কি প্রজাবর্গ, ও জমীদার ১৮৫৯ সালের ৮ আইন দ্বারা কে কত দূর সুফল ভোগ করেন তাহা অনতি দীর্ঘকাল মধ্যেই প্রকাশিত হইবেক।

কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া নুতন কোন বিধান না হওয়াতে রেবিনিউ এজেন্ট গণ একটী ন্যায্য স্বত্ব হারাইতেছেন সন্দেহ নাই।

আমরা ভাবিয়াছিলাম ৮ আইনের সঙ্গে সঙ্গেই রেবিনিউ এজেন্ট দিগের বিষয়ে কোন নুতন নিয়ম সংস্থাপিত হইবেক, কিন্তু প্রায় দুই মাস যাবত রাজস্ব ঘটিত মোকদ্দমা দেওয়ানীতে উঠিয়া গেল অদ্যাপি এজেন্ট দিগের প্রতি ভাল মন্দ কিছুই বলা হইল না, গবর্নমেণ্ট রেবিনিউ এজেনট দিগের বিষয়ে কটাক্ষপাত করিবেন না। ন্যায় ও যুক্তি মূলক কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন কি না তাহা

…নিশ্চয় নাই।

অতি পূর্ব্ব হইতে উকিল, ও মোক্তার দিগের নিয়মিত পরীক্ষা ছিল না জেলার জজ অথবা প্রধান রাজ পুরুষ গণ ইচ্ছা পূর্ব্বক যে কোন ব্যক্তিকে ওকালতী সনন্দ প্রদান করিতেন, মোক্তারি কার্য্য তাদৃশ সনন্দ লাভের ও প্রয়োজন ছিল না, যে কোন ব্যক্তি ২। ৪ জন মক্কেল যোটাইয়া রীতি মত কার্য্য করিতে পাইতেন। প্রায় বিশ বৎসর যাবত ওকালতী পরীক্ষার সূত্র পাত হইতেছে, ও সময়ে২ নানা নিয়মে হাই কোর্টের ওকালতী ও মুনসেফী ও জেলার প্রথম শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে, কিন্তু এক বার যাহারা ঐ সকল স্বত্ব ভোগ করিতে পাইয়াছেন তাহারা আর কিছুই বঞ্চিত হইতেছেন না।

"কৃত কার্য্যের অন্যথা নাই" আইনের এই মূল নিয়মের আশ্রয় পাইয়া যেমন হাইকোর্টের উকিলগণ, মুনসেফ, জজ আদালতের উকীল ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনসেফী উকীলগণ আপন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হন নাই।

রেবিনিউ এজেন্ট ও মোক্তার দিগের বিষয়ে প্রথম হইতেই সেই প্রকার আশ্রয় প্রদান করা হয় নাই, ২০ আইনানুসারে ১৮৬৫ সালের পূর্ব্বের মোক্তারনামাও কার্য্য প্রণালীর সন্তোষ জনক নিদর্শন লওয়া ব্যবস্থাপক সমাজের নিতান্ত অনুচিত হইয়াছিল ও তাহা উল্লিখিত মূল নিয়মের বিপরীত কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই যাহা হউক গতানুশোচনার কাজ নাই।

২০ আইনের বিধানক্রমে রেবিনিউ এজেন্ট নাম হইল রীতি মত ফিস গ্রহণ করা হইল ও পরীক্ষা লইয়া প্রত্যেককে সার্টিফিকেট দেওয়া হইল এবং প্রতি বৎসর রেবিনিউ এজেন্ট দিগের লাইসেন্স ফিস দিয়া এক২ খণ্ড সার্টিফিকেট লইতে হইল॥ এত কাণ্ড কারখানা করিয়াও এখন গবর্মেণ্ট উহাদিগের বিষয়ে নীরব আছেন এ সামান্য কৌতুকাবহ নহে।

খাজানা সম্বন্ধে বিবাদ হইয়া দেওয়ানী অথবা রাজস্ব আদালতে বিচার হউক উহা রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্ব বিষয়ক বিবাদ, সন্দেহ নাই, গবর্ণমেন্ট যখন সেই রেবিনিউ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া এজেনসী ভার অর্পণ করিয়াছেন, তখন দেওয়ানী আদালতে রেবিনিউ বিভাগের এজেন্ট দিগের সওয়াল জওয়াব করিবার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে, ব্যবস্থাপক সমাজ কি জন্যে এ বিষয়ে মৌনবালম্বন করিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট কি জন্যে ইহার মীমাংসা করিতেছেন না ও প্রদেশীয় রাজ পুরুষগণ কি জন্যে ইহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইতেছেন না, আমরা বিস্তর চিন্তা করিয়াও কারণ বুঝিতে পারিলাম না ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত শাসন প্রণালী তাঁহাদিগের এইরূপ মৌনাবলম্বনের বিরুদ্ধে বলিতেছে। আশ্চর্য্য এই যে এজেন্ট দিগের নাজর বিষয়ে এযাবত কোন কথা হইতেছে না এদিকে লাইসেন্স ফি আদায় করা হইতেছে এতদ্দ্বারা ব্রিটিস শাসনের। যথেচ্ছাচারীতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। প্রায় এগার বৎসর যাবত ১৮৫৯ সালের দশ আইন চলিতেছে। একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, পুনঃ২ রাজস্ব বিষয়ে চর্চ্চা করিয়া রেবিনিউ এজেন্টগণ রাজস্ব বিষয়ক মোকদ্দমায় বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছেন।

অনেক বিজ্ঞ২ উকীল ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন; রেবিনিউ এজেন্ট দিগের অনেকে দেওয়ানী আদালতের দ্বিতীয় শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণীর অনেক উকীল অপেক্ষা রাজস্ব বিষয়ক মোকদ্দমার অধিক নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, ইহা কি অসম্ভব ও গবর্ণমেন্ট কি ইহা অস্বীকার করিবেন॥ দীর্ঘ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া রাজস্ব বিষয়ক মোকদ্দমায় যে রেবিনিউ এজেন্টগণ বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছেন আমারদিগের ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই॥

১৮৬৫ সালের ২০ আইনের বিধান মতে রেবিনিউ এজেন্ট দিগকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের দ্বারা তাহা লোপ হইতে পারে না। প্রত্যেক আইনের ভূমিকা ও হেতুবাদ সেই আইনের দ্বারা পূর্ব্বে২ যে সকল কার্য্য করা হইয়াছে তাহার অন্যথা হইতে পারে না। সুতরাং কি যুক্তি অবলম্বন করিয়া যে রেবিনিউ এজেন্টগণ দেওয়ানী আদালতের রাজস্ব ঘটিত মোকদ্দমায় তর্ক বিতর্ক করিতে অধিকার পাইবেন না আমরা বুঝিতে পারি না॥

লাইসেন্স ফি নেওয়া হইবেক ও রেবিনিউ এজেন্ট নাম থাকিবেক অথচ কাজ পাইবার যো নাই ইহা একটি রহস্য জনক বিষয়। সামান্য কথায় ইহাকে "নাম গোলামী"—ভক্ষণ বলে।

আমরা নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতেছি গবর্ণমেন্ট সুবিচার বিতরণ করিয়া রেবিনিউ সম্পর্ক যাবতীয় কার্য্য বিষয়ে এজেন্ট দিগের পূর্ব্ববত কর্তৃত্ব থাকার বিষয়ে একটি নিয়ম পত্র প্রকাশ করুন। স্বীকার না করিয়া পরিবেশিত অন্ন সম্মুখ হইতে উঠাইয়া দেওয়া যার পর নাই নির্দ্দয়তা

কস্যচিৎ ফরিদপুর বাসিনঃ

মহাশয়,

২৭ জুন সোমবার বেলা অপরাহ্ন পাঁচ ঘটীকার সময় বরিশালস্থ গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী স্কুলে একটী সভা হইয়া গিয়াছে॥ সেই সভা সংস্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, এদেশীয় প্রজাগণের ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট আর সাহার্য্য দান করিবেন না এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন॥ তাহার প্রতিবাদের নিমিত্ত ২ রা জুলাই কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক সভার যে অধিবেশন হইবে, এই সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুগামী। এই সভায় উক্ত দিবস বহু লোকের আগমন হইয়াছিল। প্রায় চারি পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। বরিশালস্থ কি জমীদার কি তালুক দার, উকীল মোক্তার ও বিচারালয়ের কর্ম্ম চারিগণ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক বর্গ ও ছাত্র বৃন্দ সমুদায় লোকই উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গা মোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু প্যারি লাল… এবং শ্রীযুক্ত বাবু স্বরূপ চন্দ্র গুহ প্রভৃতি মহোদয়গণ এই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী॥

ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা কি মহোন্নতি সাধিত হইতেছে, ও উচ্চতর শিক্ষারহিত হইলে, এই দেশবাসীজন সাধারণের কি মহানর্থ ও অবনতির এক শেষ হইবে এই বিষয় লইয়া শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় একটী সুদির্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই বক্তৃতা ইতর সাধারণ সমুদয় লোকেরই সন্তোষ জনক হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র লাল বসু যে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সুশ্রাব্য ও একান্ত হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

উক্ত দিবস সভায় যে সকল বিষয় প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নিম্ন ভাগে ক্রমে প্রকাশিত হইল।

১৮৭০ খৃঃ ৭ ই মে দিবসীয় ইণ্ডিয়ান গেজেটের অতিরিক্ত পত্রে ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেন্ট, বঙ্গদেশের ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহের রাজকীয় সাহায্য হ্রাস করিয়া, কেবল শিক্ষার্থি দিগের বেতন বৃদ্ধি দ্বারা ইংরেজী শিক্ষার সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহের যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বহিদেশবাসী দিগের পক্ষে নিতান্ত অনুৎসাহকর ও অমঙ্গলদায়ক বলিয়া এই সভার বিবেচনায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গা মোহন দাস কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র রায় দ্বারা অনুমোদিত হইল।

এইক্ষণ এদেশের যে প্রকার হীনবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহাতে গবর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতীত এই জেলায় ইংরজী বিদ্যালয়ের কার্য্য কখনই নির্ব্বাহিত হইবে না, এমন কি এদেশবাসী জন গণের স্ব স্ব বালক বৃন্দের শিক্ষা কার্য্য কখনই সমাহিত হইবার নহে। কিন্তু এদেশবাসী লোক দ্বারা যে উক্ত ভার বহন করা যাইবে, এই সভার বিবেচনায় তাহা নিতান্ত অসম্ভব ও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ কর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারী লাল রায় কর্তৃক এই বিষয় প্রস্তাবিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু সরূপ চন্দ্র গুহ দ্বারা অনুমোদিত হইল॥

কলিকাতাস্থ ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার সহযোগে গবর্ণমেন্টের এই অহিতকর অভিপ্রায় নিষ্ফল করণাশয়ে ভারতবর্ষের ছেক্রেটরি অব ষ্টেটের নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ কি উক্ত সভা যখন যেরূপ সদুপায় অবলম্বন করেন; তদনুসারে কার্য্য করিতে এই সভাস্থ সভ্য বর্গ কৃত সংকল্প হইলেন॥

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডী চরণ রায় কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র নাথ সেন কর্তৃক অনুমোদিত হইল॥

এই সভার তৃতীয় অভিপ্রায় সম্বন্ধে, কলিকাতাস্থ ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়ালের সহিত কার্য্য করিবার নিমিত্ত এবং আবশ্যক মতে নানা প্রকার উপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত নিম্ন লিখিত ভদ্র লোক দিগকে, সভ্য মনোনীত করিয়া একটি বিশেষ সভা সংস্থাপিত করা হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু দিনবন্ধু সেন কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়া বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র চক্রবর্ত্তি কর্তৃক অনুমোদিত হইল।

বিশেষ সভার সভ্য মহোদয় গণের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গা মোহন দাস
" প্যারিলাল রায়
" নবীন চন্দ্র রায়
" সরূপ চন্দ্র গুহ
" কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়
" সারদা প্রসাদ রায়
" উমেশ চন্দ্র ঘোষ
বাবু দুর্গা মোহন দাস সেক্রেটরি
" বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ সহকারি সম্পাদক

আগামী ২রা জুলাই তারিখের কলিকাতাস্থ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের অধিবেশনে, এই সভার জনেক প্রতিনিধি উপস্থিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকায়, উক্ত সভার অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট এই সভার অনুমোদিত প্রস্তাব সমুহ সম্বলিত এক খণ্ড পত্র প্রেরিত হয় এবং তাঁহাকে ইহাও জ্ঞাত করা হয় যে এই সভার সম্পূর্ণ সাহায্যের প্রতি তিনি নিঃসংশয়িত রূপে নির্ভর করিতে পারেন এবং উক্ত সভার কার্য্য প্রণালী ও অভিপ্রায় সকল সময়২ এই সভাকে জ্ঞাপন করিয়া বাধিত করেন।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায়

হাইকোর্টের
ফৌজদারী নজীর।

—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৬৮ ধারাক্রমে কোন অভিযোগ উপস্থিত না হইলেও যে স্থলে কোন মাজিষ্ট্রেট জানিতে পারেন বা বিশ্বাস করেন যে, কোন অপরাধ কৃত হইয়াছে, সে স্থলে মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু এক উড়দরখাস্তের লিখিত কোন লৌকিক বা গুপ্ত সংবাদে অকারণ সন্দেহ বা বিশ্বাস স্থাপন করিলে সেই রূপ সমাচার ঘটে না। মাজিষ্ট্রেট লৌকিক কি অন্য প্রকার সমাচার পাইলেন ও যদনুসারে তাঁহার কার্য্য করিয়া অপবাদিত ব্যক্তির গ্রেপ্তারির জন্য ওয়ারিন বাহির করিতে হয়, তাহাই বক্তব্য করিতে তিনি আবদ্ধ আছেন।

৬৮ ধারাক্রমে যে ওয়ারিন বাহির করিতে মাজিষ্ট্রেট ক্ষমতা পাইয়াছেন তাহা জেল সোপর্দ্দ করিবার ওয়ারিন নহে, ও তদনুসারে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে অপবাদিত ব্যক্তিকে হাজির করিতে যত ক্ষণ লাগে তদতিরিক্ত কাল তাহাকে আটক রাখাও ন্যায্য নহে। মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাকে হাজির করা হইলে পরেই উক্ত ওয়ারিন শেষ হইয়া যায়। যদি সেই অপবাদিত ব্যক্তিকে সোপর্দ্দ করা যায় বা তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিতে হয়, তবে নূতন ওয়ারিনের প্রয়োজন হইবে।

কোন অপবাদিত ব্যক্তিকে হাজতে ভিন্ন অন্য প্রকারে জেলে রাখিবার অগ্রে সেই বন্দির বিরুদ্ধে কোন মামলা যে সাবাস্ত করা হইয়াছে কিম্বা যে অপরাধ তাহার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে তাহাতে তাহার দোষী হওয়ার প্রমাণ দ্বারা মাজিষ্ট্রেটের প্রতীতি জন্মান আবশ্যক।

যখন কিছু তদন্ত করিলে পর মাজিষ্ট্রেটের এরূপ প্রতীতি জন্মে যে, কোন সাক্ষী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক হাজির হইল না, তখনি কেবল সেই সাক্ষির উপর মাজিষ্ট্রেট ১৮৮ দ্বারা ক্রমে এক ওয়ারিন জারী করিতে সক্ষম হয়েন। ইহাতে সমন-এত্তেলার পরিবর্ত্তে ওয়ারিন বাহির করিতে ক্ষমতা দেয় না। ১৮৮ ধারাক্রমে যে ওয়ারিন বহির হয় তাহা ৭৬ ধারাক্রমে B ফারমে গ্রেপ্তারির ওয়ারিন বুঝাইবে, কিন্তু C ফারমে নহে।

অপবাদিত ব্যক্তিকে জামীন দিতে অনুমতি করিতে গেলে মাজিষ্ট্রেট তাহার জামীন পাওয়ার পথে কঠিনতা ফেলিবেন না।

অপরাধকারী ব্যক্তি গণকে প্রকাশ করিয়া দিবার নিমিত্ত গোয়েন্দারা গবর্নমেণ্টকে যে সমাচার দেয় তদ্বিষয়ে ঐ সাক্ষিগণের জোবানবন্দি লওয়া যাইবে না বলিয়া যে নিয়ম আছে তাহা কেবল সরকারের বিরুদ্ধকর, কিম্বা মাল সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ জন্য অপরাধ গুলিতে পর্য্যাপ্ত হইবে; কিন্তু সেই২ স্থলে খাটে না যেহ স্থলে মাজিষ্ট্রেটকে সমাচার দিলে, মাজিষ্ট্রেট নিজ পদ বিবেচনায় তদনুসারে কার্য্য করিয়াছেন।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৫৫ ধারাক্রমে কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর রিপোর্ট উল্লিখিত ঘটনা-গুলির প্রমাণ না হউক, তথাপি মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে তিনি যে সাক্ষ্য দেন তাহা প্রতিষেধ বা ব্যাখ্যা করিতে প্রমাণ রূপে গণ্য করা যায়। এবং ঐ রিপোর্টের মর্ম্ম সম্বন্ধে সেই পুলিসের কর্ম্মচারিকে জেরা করিতে বা সেই রিপোর্ট দাখিল-করণ বলিতে অপবাদিত ব্যক্তির অধিকার আছে।

যে স্থলে কোন অপবাদিত ব্যক্তিকে সেশনে সোপর্দ্দ করা হইলে সেই ব্যক্তি নিজ সাফাহির সাক্ষিগণের ইসেমনবিশী দেয়, সে স্থলে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২২৮ ধারার অধীনে সেশন আদালতে হাজির করাইবার নিমিত্ত ঐ সকল সাক্ষীর নামে সমন-এত্তেলা দিতে মাজিষ্ট্রেট আবদ্ধ আছেন। ২২৭ ধারা বিশেষ রূপে যে আদেশ দেয় তদ্দ্বারা সেশনে কোন বন্দি আপনার সাফাহি করিবে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না, অথচ ২০৭ ধারাতে সাফাহির সাক্ষ লইতে মাজিষ্ট্রেটকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়াছে।

যে মামলা আদৌ কোন মাজিষ্ট্রেট নিজে লইয়াছেন তাহা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৬৬ ধারাক্রমে কোন মাজিষ্ট্রেট অপর বিচারকর্ত্তাকে খারিজ করিয়া দিতে সক্ষম নহেন, কিন্তু যে স্থলে কোন মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়া গ্রেপ্তারি পরওয়ানা পর্য্যন্ত বাহির করিয়াছেন, সে স্থলে আর সেই মামলার বিচার করিতে তিনি অস্বীকার করিয়া এলাকাবিশিষ্ট কোন মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাইতে বা পুলিসকে লইয়া যাইতে অথবা ৬৬ ধারাক্রমে নিজে এক অভিযোগ লইয়া যাইতে পারেন। যে মোকদ্দমাতে আপনাকে অভিযোক্তা হইতে হয় সেই মামলার বিচার নিজে করিতে তিনি আবদ্ধ হয়েন। তের উঃ রিঃ ১ পৃষ্ঠা।

বিজ্ঞাপন

জি, পি, সেন এবং কোম্পানি সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করিতেছেন যে তাঁহারা যশোর নগরে "টাউন মেডিকেল হল" নামে একটী ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন। সংপ্রতি পুঁটে বাবার দরুণ বাটীতে উহার কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। সাধারণে যাহাতে সুলভ মূল্যে উত্তম ঔষধ পান তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিবেন।

A MANUAL OF THE HISTORY OF ENGLAND

Compiled from Collier's "British Empire", "Student's Hume", and Keightley's "History of England" with notes and Appendices. Price 12 As. To be had at Majumdar's Depository No 11, College Square and the School Book Society's Depository.

বিজ্ঞাপন।
সর্পাঘাত।
অর্থাৎ।

মালবৈদ্য দিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা। উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা। ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীচন্দ্র নাথকর্ম্মকার
অমৃতবাজার নেটিবডাক্তার

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার ও এনগ্রেবার। ৫৮ নং বাটী, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা। অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটি রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ২৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
যশোহর অমৃতবাজার

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়াপাঠান যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৪৷৷০	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	[illegible]
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।